Released 15-1-1944

ছদ্মবেশী

পিকচার্স

ছদ্মবেশী

(গল্পাংশ)

এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার প্রশান্ত বসুর বাঙ্গালী ড্রাইভারের প্রয়োজন। কলকাতায় চিঠি লিখেছেন ভাল একজন লোক পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তার সব কিছু গুণ থাকা আবশ্যক।

শ্যালক হরিপদ বলে, ও রকম লোক পাওয়া যায় না। নব-বিবাহিতা শ্যালিকা সুলেখা বলে, পাওয়া গেলেও পাঠানো হবে না। দিদি জামাইবাবু আমার বিয়েতে এলেন না কেন?

সুলেখার স্বামী অবনীশ বলে—ড্রাইভার নিশ্চয়ই যাবে।

প্রশান্ত ভারি খুসি। নোতুন ড্রাইভার এসেছে—নাম তার গৌরহরি। গাড়ি চালায় ভাল, বাংলা জানে চমৎকার। 'বিজিগীষা' শব্দের মানেও ঠিক বলেছে। তা ছাড়া, হরিপদবাবু পাঠিয়েছেন এবং অবনীশদের সঙ্গেও গৌরহরি বিশেষ পরিচিত। কিন্তু অবনীশ-ই যে গৌরহরি, একথা না জানে প্রশান্ত, না জানে তার স্ত্রী লাবণ্য। বটানির পি-এচ. ডি অবনীশ, সুলেখার স্বামী অবনীশ, প্রশান্তর ভায়রা-ভাই অবনীশ, আজ প্রশান্তর ড্রাইভার 'গৌরহরি'। প্রহসন সুরু এইখানে।

তারপর হু'দিন বাদেই স্থলেখা এলো এলাহাবাদে।

প্রশান্ত লাবণ্য সমস্বরে জিজ্ঞেস করে—অবনীশ এলো না কেন ?

স্থলেখা হেসে জবাব দিলে—পরে আসবে।

গৌরহরি তখন একমনে গাড়িতে পেট্রল ঢালছে। এ-গাড়িতেই বিকেল বেলা গৌরহরি আর স্থলেখা পাশাপাশি ব'সে এলাহাবাদের রাস্তায় বেরুল। হাইকোর্টের ফিরতি পথে এদৃশ্য দেখে প্রশান্ত অবাক ! গৌরহরির পাশে স্থলেখা ! ড্রাইভারের পাশে ভদ্রমহিলা ! সে-ও আর কেউ নয়, তারই শ্যালিকা ! মনে সন্দেহের বাষ্প জমে।

প্রহসনের এ-অবস্থায় অবনীশের দলে যোগ দিল এলাহাবাদের প্রফেসার বিনয় সেন। সহপাঠী বন্ধু। প্রশান্তর সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত।

বিনয় এসে একদিন জানিয়ে গেল, অবনীশ চিঠি লিখেছে গৌরহরির স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—স্থলেখার সঙ্গে যেন না মেশে। তা ছাড়া স্থলেখার-ও নাকি একটু দুর্ব্বলতা আছে গৌরহরি সম্বন্ধে।

যেই না এই চিঠি পড়া আর যায় কোথায় ! প্রশান্ত চ'টে কাঁই, লাবণ্য রেগে আগুন। কিন্তু তাড়াতে পারে না গৌর-হরিকে—হরিপদর খাতিরে।

অবনীশ দেখলো, প্রহসন জমে এসেছে। কিন্তু এখানে থামলে চলবে না। প্রশান্তর মেয়ে দীপুকে সাক্ষী রেখে গৌরহরি আর স্থলেখা একপালা দ্বৈত-সঙ্গীত গেয়ে এলো খসরুবাগে গিয়ে।

এ-কথা শুনে কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রশান্ত আর লাবণ্য দস্তুরমত শিউরে উঠ্‌লো !

সে-রাত্তিরেই আর এক বিভ্রাট।

গৌরহরি গোপনে এলো স্থলেখার শোবার ঘরে, প্রহসনের শেষটুকু আলোচনা করতে। ভোরবেলা যাবার সময় ইচ্ছে ক'রে রুমালটি রেখে গেল বারান্দায়। তার এক কোনে লেখা "গৌ"।

ব্যারিষ্টার প্রশান্তর বুঝতে বাকি রইলো না যে কেলেঙ্কারী চরম সীমায় উঠেছে। বরখাস্ত হলো গৌরহরি। বন্ধুবর বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গৌরহরি আর স্থলেখা পালিয়ে গেল কানপুর।

এমন সময় খবর এলো হরিপদ অবনীশকে নিয়ে এলাহাবাদ আসছে। প্রশান্ত তখন উন্মাদ হয় আর কি! অবনীশ এসে যদি জানতে পারে, স্থলেখা ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েছে তখন কি উপায় হবে? কিন্তু আসছেন যিনি

তিনি যে অবনীশ ন'ন, সুবিমল—কোলকাতায় ফিজিক্সের প্রফেসার—বিনয়ের এক বন্ধুর ছোট ভাই—একথা প্রশান্ত কি ক'রে জানবে? নকল অবনীশ এলো, ষ্টেশনে সব কথা শুনলো, বিনয় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। এখানে এসে নকল-অবনীশ পড়লো লোভে আর বিপদে। লোভ—বিনয়ের মামাতো বোন

বসুধাকে দেখে, আর বিপদ—বসুধা পড়তে যায় বটানি তারই কাছে! কিন্তু সে যে বটানির পি-এচ-ডি অবনীশ নয়, ফিজিক্সের-এর এম-এস-সি, সুবিমল একথা বলতেও পারে না, না বল্লে আবার অজ্ঞাত শাস্ত্র বটানি তাকে পড়াতে

হয়। দূরে দূরে থাকলে কি হবে, প্রাণে প্রাণে সে এরই মধ্যে ভালবেসে ফেলেছে বসুধাকে। এমন কি মিঃ বোস নামে বিনয়ের এক ভবঘুরে বন্ধু এসে যখন বসুধার একটি ফটোগ্রাফ নিয়ে গেল, তখন সুবিমল অবনীশত্ব ভুলে গিয়ে দস্তুরমত ঈর্ষান্বিত হয়ে

উঠ্‌লো। এর হাতে বসুধার ফটো কেন? এই "কেন-র" উত্তর দিতে বেচারী বসুধা নিয়ে গেল সুবিমলকে ভবঘুরের আড্ডায়, যেখানে মিঃ বোস সমাজের জঞ্জাল দিয়ে মানুষ গড়বার চেষ্টা করছে। সুবিমল বুঝলো—এরকম মানুষ একজনকে ভালবেসে বন্দী হয় না। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে অবাধে মেলামেশা করতে লাগ্‌লো বসুধার সঙ্গে। এখানে আর এক প্রহসনের সৃষ্টি। বিনয়ের স্ত্রী লতিকা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। অবনীশের একি অশোভন ব্যবহার! স্ত্রী থাকতে বসুধার সঙ্গে এতটা মাখামাখি কেন? বিনয় কিন্তু এদের প্রশ্রয় দিয়ে চলে। বসুধা-ও জানতো, ইনি অবনীশ মিত্র, আর কেউ ন'ন। কিন্তু একদিন বটানির এক তীব্র প্রশ্নে নকল অবনীশ জানিয়ে দিলো যে, সে সুবিমল। বসুধা রহস্য বুঝে কৌতুক অনুভব করলো। জানাজানি হয়ে গেল, অবনীশ স্ত্রী থাকতে বসুধাকে বিয়ে করছে। প্রশান্ত লাবণ্য অস্থির হয়ে উঠ্‌লো—সুলেখা পোড়ারমুখী এমন ক'রে লোক হাসালো! এমন সময় গৌরহরি আর সুলেখা ফিরে এলো কানপুর থেকে। সেদিন নকল অবনীশ আর বসুধার পাকা দেখার আশীর্ব্বাদ। এ বিয়ে বন্ধ করতে সবাই ছুটে এলো বিনয়ের বাড়িতে। প্রহসনের শেষ দৃশ্য তখন। অভিনব আনন্দোজ্জ্বল ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হলো, গৌরহরিই হচ্ছেন অবনীশ, অবনীশ হচ্ছেন আসলে সুবিমল। কাজেই কোথাও কোন অন্যায় হয়নি। আগাগোড়াই ছদ্মবেশীর পালা।

—:o*o:—

(১)

কোন দেশে ছিল চাঁদ
গেল কোন দেশে।
এ পারের ফুল গেল
ঐ পারে ভেসে।
কিবা তার পরিচয়—
কেউ জানে কেউ নয়,
চির-জানা রইলো রে
অজানার বেশে!
বাহিরের রূপ তার শুধু যে ফাঁকি রে,
অন্তরে ধরা দেয়
আড়ালে থাকি রে!
বিরহের ছলনায়
মিলনের সুধা হায়
খেলা তার করে শেষ
কোন খেলা শেষে।

(২)

পরদেশীয়া রে,
ও তোর ভাঙলো বাসা
মিটলো আশা—এই ভালো!
ঘরের বাতি নিভলো বুঝি
নেই আলো!—এই ভালো!
আয় রে তবে ক্লান্ত পাখি,
চিরদিনের আমি সাকী—
রঙে রঙে করবো রঙ্গিন
আঁধার ঘরের সব কালো।—
এই ভালো!
আকাশ যে তোর নীল পেয়ালা,
রাঙ্গা রোদের শরাব ঢালা:
প্রাণের মাঝে তা-ই ঢালো!
পানশালে আজ কতই ভীড়!
বিঁধলো বুকে প্রেমের তীর—
সব ফাঁকি
তাই ডাকি,
ভালোবাসা জ্বালিয়ে দিয়ে
পথে চলার দীপ জ্বালো।—
এই ভালো, এই ভালো!

(৩)

ফুল যদি ফুটলো,
অলি যদি জুটলো,
মন চাহে মন যে।
দূরে আর কাজ কি,
কাছে যেতে লাজ কি!—
আপনার জন যে।

আজি মোর কুঞ্জে,
মাধবীর পুঞ্জে মধুময় সন্ধ্যা।
এসো মোর পান্থ,
বঁধু চিরকান্ত, আমি নিশিগন্ধা।
পিয়ালের পত্র
মলয়ায় দুলছে,
পরাণের দল যে
তাই ধীরে খুলছে!
পেয়ালা যে শূন্য
করো আজ পূর্ণ,
আসে ঐ রাত্রি।
কেন ভীরু চিত্ত,
এ প্রণয় নিত্য!
মোরা চির যাত্রী॥

(৪)

আকাশ কেন দিল ধরা নয়নে গো,
লতার কুসুম জড়ায় আমার চরণে গো!
সরম কেন বাঁধন ভাঙ্গি
গানের সুরে ওঠে রাঙ্গি—
স্বপন-ভাঙা স্বপন এলো শয়নে গো!
এ কোন রাখাল আমার বনে
বাজায় বেণু ক্ষণে ক্ষণে
ব্রজের খেলা জাগে আমার স্মরণে গো!

(৫)

আজি কে মধুবনে
শ্যামল বঁধুসনে,
কী খেলা হবে তোর
উদাসী হিয়া মোর—বল্।
কোয়েলা রহি' রহি'
প্রণয় কথা কহি'
দিল কি তোরে লাজ
এ লাজে কিবা কাজ—বল্
অতল হিয়া তলে, প্রেমের দীপ জ্বলে
লুকানো যায় কি রে!
শ্যামল এলো দ্বারে বরণ কর তারে
পাছে সে যায় ফিরে!
হারায়ে নদী তীর
সাগরে চলে নীর,
হারাতে সব কিছু
চাহিবি কেন পিছু—বল্!

(৬)

বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে
জোয়ার এসেছে আজ!
ময়ুর-পঙ্খী ডুবে গেল ভাই,
ভাঙ্গা জাহাজেরি কাজ,
বেলোয়ারি ঘরে ফাঁকির ফানুস
তোরা নোস ভাই,—তোরা যে মানুষ:
বুকের পাঁজরে লুকায়ে রয়েছে
শত ইন্দ্রের বাজ।
বিদায়ের বেলা পারিজাত মালা
কেহ দিবে না তো গাঁথি,
হাতে হাত দিয়ে রাখীবন্ধন—
এক সাথে চলো সাথী!
পিছনে থাক সে পুরণো পৃথিবী,
নূতন ফসল ভাগ ক'রে নিবি:
আজিকার এই কাঁটার মুকুট
হবে রে জয়ের তাজ।

—০✻✻০—

ভূমিকালিপি

জহর, ছবি, শৈলেন (এন্‌টি'র সৌজন্যে),
ইন্দু, মিহির, রবি, রঞ্জিৎ, নৃপতি,
কৃষ্ণধন, বোকেন, বেচু, কুমার, এবং
পদ্মাদেবী, শান্তিগুপ্তা, সন্ধ্যা-
রাণী, পূর্ণিমা, মীরা দত্ত,
নীরদা সুন্দরী।

কারুসঙ্ঘ

পরিচালনা :: অজয় ভট্টাচার্য্য
কাহিনী :: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী :: উমা ভাদুড়ী, অমল দত্ত, মাখন ভৌমিক
চিত্রশিল্পী :: প্রবোধ দাস
সহকারী :: রবি মজুমদার
শব্দযন্ত্রী :: শম্ভু সিং
সহকারী :: পরেশ দাসগুপ্ত
সঙ্গীত :: কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ
ব্যবস্থাপক :: কমল মুখার্জ্জি
শিল্প-নির্দ্দেশক :: সত্যেন রায় চৌধুরী
সম্পাদনা :: সন্তোষ গাঙ্গুলী

অরোরা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত।

অবশিষ্ট সঙ্গীতাংশ

মথুরাজির গান

আরে ছো ছো ছো ছো
কেয়া সরম কি বাৎ,
ভদ্দর ঘরকা লেড়কি ভাগে
ড্রাইভার কি সাথ।
মোটর গাড়ি হাঁকতে এসে
প্রেম জমালো অন্দর ঘুসে
পরের মেয়ে বাহার ক'রে
করলো বাজি মাৎ।
যাঁহা ছোকরা ছুকরি লেড়কা লেড়কি
প্রেমসে বাঁধে দানা
কোন্ ভাগেগা কিসিকা সাথ
কুছু না যায় জানা
প্রেমসে কানা কুছ্ না দেখ্‌না
সমাজ ধরম ঔর জাত।
বাঁশি ফুঁকে কিষণ কালা
ঘর ছোড়ে তার মামী
গানা গা'য়ে চণ্ডীদাস
মজে গেল রামী,
ড্রাইভার এসে হর্ণ ফুক্‌লো
বাবুর শালী পেলিয়ে গেল
(এখন) আমি ছুটি হিল্লি-দিল্লী
এ কেয়া ঝঞ্ঝাট।

রচনা—পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

মথুরাজির গান

রাম মিলে সীতা সনে
ঔর মিলে কে?
হনুমান জাম্বুমান
কোলাকুলি দে।
লয়লা মিলে মজনু সনে
ঔর মিলে কে?
মথুরা মোসাহেব
কোলাকুলি দে।

ডিল্যুক্স্ পিক্‌চার্সের

ছদ্মবেশী

রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা
ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস, ১০৬ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
রাজকুমার রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।